দৈনিক ইত্তেফাক

MAR 5 2001

হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী ঈদের আগে বেতন-ভাতা পাইলেন না

রেজানুর রহমান ॥ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর হইতে এক সপ্তাহ পূর্বে বেতন প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ শিক্ষক-কর্মচারী গতকাল (রবিবার) ব্যাংক হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন-ভাতা তুলিতে পারে নাই। অধিদপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে টাকা তুলিতে গিয়া হতাশ হইয়াছেন। অসহায় শিক্ষক-কর্মচারীদের, বিভিন্ন ব্যাংক হইতে কর্কশ ভাষায় বলা হইয়াছে– "আপনাদের বেতন প্রদানের কোন অর্ডার আমরা পাই নাই। কাজেই আপনারা ব্যাংকে ভীড় না করিয়া চলিয়া যান।" ঈদের মাত্র একদিন পূর্বে এ ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকবৃন্দ দারুণভাবে মর্মাহত হইয়াছেন। ব্যাংকের সম্মুখে অনেক শিক্ষক (২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্র

শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। খোঁজ নিয়া জানা যায়, ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন প্রদানে জটিলতা দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন সংগঠনের হস্তক্ষেপে শিক্ষা অধিদপ্তর এই ব্যাপারে তৎপর হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে অধিদপ্তর হইতে এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়া বলা হয়, বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ ৪ঠা মার্চের মধ্যে তাঁহাদের নির্ধারিত ব্যাংক হইতে বেতনের টাকা তুলিতে পারিবেন। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে গতকাল সারাদেশে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজ নিজ এলাকার নির্ধারিত ব্যাংকে বেতনের টাকা তোলার জন্য হাজির হন। একটি সূত্র জানায়, শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতন তুলিতে পারেন নাই। ব্যাংক হইতে তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভুঁইয়া গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, ঈদের পূর্বে ঘোষণা দিয়াও বেতন-ভাতা প্রদান না করার ঘটনা দুঃখ- জনক। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের খেয়াল-খুশির কারণে দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ঈদের খুশী হইতে বঞ্চিত হইবেন।

এদিকে গতকাল রাতে এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এ,এস,এইচ, কে সাদেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন, গত মাসেই দেশের সকল স্থানে শিক্ষকদের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন-ভাতা প্রদানের প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠান হইয়াছে। কাজেই শিক্ষকরা বেতন পান নাই ইহা বোধকরি ঠিক নয়। তবুও বিষয়টি আমি গুরুত্বের সহিত দেখিব।

নীলফামারীর ৪ সহস্রাধিক

নীলফামারী সংবাদদাতা ॥ জেলার ৬টি উপজেলার ৪ সহস্রাধিক বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী গতকাল রবিবার বেতনের সরকারী অংশের টাকা উত্তোলন করিতে না পারায় তাহাদের ঈদের আনন্দ ম্লান হইয়া যায়। প্রকাশ, শিক্ষক-কর্মচারীদের জেলা সদর ছাড়াও ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরীগঞ্জ ও সৈয়দপুর উপজেলা সদরে সোনালী ব্যাংকের শাখায় বিকাল পর্যন্ত টাকা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। সোনালী ব্যাংক স্থানীয় সহকারী মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় হইতে জানান হয়, ঢাকা প্রধান কার্যালয় হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও অর্থ না পাওয়ার কারণেই বেতন প্রদান সম্ভব হয় নাই।

চাঁদপুর সংবাদদাতা ॥ চাঁদপুর জেলার দশ সহস্রাদিক বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারিগণ ফেব্রুয়ারী মাসের সরকারী অংশের বেতন উত্তোলন করিতে পারে নাই। ঈদ-পূর্ব গতকাল রবিবার-এর মধ্যে স্থানীয় জনতা ব্যাংক হইতে এই মাসের বেতন উত্তোলন করার সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জেলার ৮টি উপজেলার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারিগণ বেতন উত্তোলন হইতে বঞ্চিত হন। আজ শেষ দিন থাকায় জনতা ব্যাংকের শাখাগুলিতে সকাল হইতেই শত শত শিক্ষক-কর্মচারীর ভীড় করিতে দেখা যায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যখন শেষ মুহূর্তে জানান, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা এমপিও আসে নাই তখন অনেক শিক্ষক-কর্মচারীকে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী ফিরিতে দেখা যায়। অনেকেই এবার ঈদ করিতে পারিবে না বলিয়া জানায়।